(ছেলেভুলানো) ছড়া

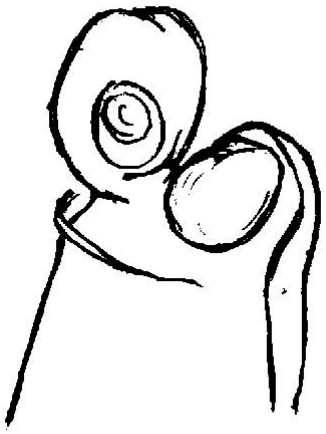

উৎস:

(১) মায়া মুখাজী
(২) বাংলার লোক-সাহিত্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য।
(৩) ছেলেভুলানো ছড়া, সম্পাদনা ও সংকলন: অনাথনাথ দাস, বিশ্বনাথ রায়, আনন্দ।

সুদীপ্ত মুখাজী, ইন্সটিট্যুট অফ ফিসিক্স
mukherji at iopb.res.in
09 September, 2009

১

এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর
তারি মাঝে বসে আছে শিব সদাগর।
শিব গেল শ্বশুরবাড়ি, বসতে দিল পিঁড়ে
জল পান করতে দিল শালিধানের চিঁড়ে।
শালিধানের চিঁড়ে নয় রে বিন্নিধানের খই
মোটা মোটা সবরি কলা, কাগমারির দই।

২

একতলা, দোতলা, তিনতলা
পুলিশ গেল নিমতলা।
পুলিশের হাতে ডান্ডালাঠী
ভয় পেও না কংগ্রেস পার্টি।
কংগ্রেস পার্টির টিয়ে টা
ডিম পেড়েছে তেরটা।
একটা ডিম নষ্ট
চড়াই পাখির কষ্ট।

৩

আগ্‌ডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢাক ঢোল ঝাঁঝর বাজে।
বাজতে বাজতে চলল ডুলি
ডুলি গেল সেই কমলাপুলি।
কমলাপুলির টিয়েটা
সূয্যিমামার বিয়েটা।
আয় রঙ্গা হাটে যাই
গুয়া পান কিনে খাই।

একটা পান ফোঁপরা
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া।
কচি কচি কুমড়োর ঝোল
ওরে খুকু ঘরে তোল।

৪

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদে এল বান
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল, তিন কন্যা দান।
এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যা খান
আর এক কন্যা না খেয়ে বাপের বাড়ি যান।
বাপের বাড়ির তেল-সিঁদুর, মালীদের ফুল
এমন খোঁপা বেঁধে দেবো, হাজার টাকা মূল।

৫

আয় ঘুম আয় বাগ্‌দিপাড়া দিয়ে
বাগ্‌দিদের ছেলে ঘুমোয় জাল মুড়ি দিয়ে।

৬

খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে।
খোকা বলে পাখিটি কোন্ বিলে চরে
খোকা বলে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে।

৭

দোল দোল দুলুনি
রাঙা মাথায় চিরুনি।
বর আসবে এখনি
নিয়ে যাবে তখনি।
কেঁদে কেন মর
আপনি বুঝিয়া দেখো
কার ঘর কর।

৮

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি, আমার বাড়ি এসো
সেজ নেই, মাদুর নেই, পুঁটুর চোখে বোসো।
বাটা ভরে পান দেব, গাল ভরে খেয়ো
খিড়কি দুয়ার খুলে দেব, ফুরুৎ করে যেয়ো।

৯

ধুলোর দোসর নন্দকিশোর, ধুলো-মাখা গায়
ধুলো ঝেড়ে করব কোলে, আয় নন্দরায়।

১০

ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চাম চিক্‌ড়ি
চাম কাটে মজুমদার
ধেয়ে এল দামুদর।
দামুদর ছুতোরের পো
হিঙুল গাছে বেঁধে থো।

হিঙুল করে কড়মড়
দাদা দিলে জগন্নাথ।
জগন্নাথের হাঁড়িকুঁড়ি
দুয়ারে বসে চাল কাঁড়ি।
চাল কাঁড়তে হল বেলা
ভাত খাওসে দুপুর বেলা।
ভাতে পড়ল মাছি
কোদাল দিয়ে চাঁছি।
কোদাল হল ভোঁতা
খা ছুতোরের মাথা।

১১

‘ও পারেতে কালো রঙ, বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্
এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুক্ টুক্ করে
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে।’
‘এ মাসটা থাক্ দিদি, কেঁদে ককিয়ে
ও মাসেতে নিয়ে যাব পাল্‌কি সাজিয়ে।’
‘হাড় হল ভাজা-ভাজা, মাস হল দড়ি
আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।’

১২

দাদা গো দাদা শহরে যাও
তিন টাকা করে মাইনে পাও।
দাদার গলায় তুলসীমালা
বউ বরণে চন্দ্রকলা।
হেই দাদা তোর পায়ে পড়ি
বউ এনে দাও খেলা করি।

১৩

আয় রে আয় টিয়ে, নায় ভরা দিয়ে।
    না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
    তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে।
    ওরে ভোঁদড় ফিরে চা
    খোকার নাচন দেখে যা।

১৪

গান জানিনে মান জানিনে
খাই এক পাতা দোক্তা।
চুপ করে পড়ে থাকি
যেন বড়োবাজারের তক্তা।

১৫

ঘুম ঘুম ঘুম
    ঘুম্‌চি গাছের পাতা।
রাজার দুয়রে ঘুম যায় রে
    কাটা দুটো মাথা।
গেরেস্তের দুয়ারে ঘুম যায় রে
    বেটুয়া কুকুর।
আমাদের দুয়ারে ঘুম আয় রে
    লক্ষ্মীনারায়ণ দুটি ঠাকুর।

১৬

আয়রে কাউয়া কা কা
মণির দুধ খাইয়া যা।
মনি খায় দুধ ভাত
তুই বইয়া পাতা চাট্।

১৭

ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুমের যাদুমণি
ঘুমের থুন উঠ্লে যাদু কত খাইবা লনি।
ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুমের যাদুমণি
ঘুন গেলে গড়াইয়া দিমু সোনার যাদুমণি।
ঘুম যারে চাতকীর বাছা ঘুম যারে তুই
ঘুমের থুন উঠ্লে বাছা লনি দিমু মুই॥

১৮

আবু আমার পক্ষীটি গো
কোন্ না বিলে চরে
আবু কইয়া ডাক দিলে
উড়্যা আইয়া পড়ে।
আয় চাঁদ লৈড়্যা
    ভাত দিবাম বাইড়া
সোনার কপালে আমার
    টুক্ দিয়া যারে।

১৯

যৈবনে ছিলাম আমি চম্পাফুলের সাজি
ভাল বাসত আমায় বড় নৌকার মাঝি।
এহন আমার বয়স হইয়্যাছে বছর চাইর কুড়ি
এহন আমায় গাইল পাড়ে বুড়া মাথারী।

২০

আইজ ঢুপীর অধিবাস, কাইল ঢুপীর বিয়া
ঢুপীরে যে নিতে আইছে সোনার পালকি নিয়া
সোনার পালকি ভাইঙ্গা পড়ল খেওয়া ঘাটে গিয়া।
পালকির তলায় ঢোরা সাপ
    ফাল্ দিয়া ওঠে বউয়ের বাপ।
বউয়ের বাপে তামুক খায়
    নাক বরাবর ধোঁয়া যায়।
সেই ধোঁয়া কালা
    বউয়ের বাপ শালা।

২১

খায় দায় পাখিটি
    বনের দিকে আঁখিটি।

২২

ধন ধন পায়রা
এমন ধন পায় কারা?
সাগরে কামনা করে
ধন পেয়েছি আমরা।
সাগরে ঢালিয়া গা
হয়েছি নীলমণির মা।

২৩

ও আমার যাদুবাছা
কোন্ বনেতে যায়?
পেঁজরাতে বসি ময়না
চিকন দানা খায়।
উড়িয়া যাইতে ময়না
ফিরিয়া না চায়।

২৪

আয় রে পাখি আয়
কালো জামা গায়।
আসতে যেতে ঘুঙুর বাজে
আমার যাদুর পায়।

২৫

এ পারে ঢেউ, ও পারে ঢেউ
মাঝখানে বসে আছে গঙ্গারামের বউ।

২৬

তাঁতি-ঘরে ব্যাঙের বাসা, তিনটি পেড়েছে ছানা
খায়দায় নিদ্রা যায়, তাঁত ঘরে তার থানা।

২৭

ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো
বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে?
ধান ফুরোলো পান ফুরোলো
এখন উপায় কি?
আর কটা দিন সবুর করো
আলু পেতেছি।

২৮

খোকা আমার ঘুম না যায়
মিটি মিটি চক্ষু চায়।
ঘুমের মাসি ঘুমের পিসি
ঘুম দিলে ভালোবাসি।

২৯

ধন ধন ধন, বাড়িতে ফুলের বন।
এ ধন যার ঘরে নাই, তার বৃথায় জীবন।
তারা কিসের গরব করে
উনুনে পুড়ে কেনে না মরে।

৩০

ধন ধন ধন পায়রা
এমন ধন পায় কারা?
ঘোষপাড়ায় কামনা করে
ধন পেয়েছি আমরা।
ধন যাদের নাই ঘরে
তারা কি নিয়ে ঘর করা?

৩১

আমার ছেলে আমার কোলে
গাছের পাখি গাছের ডালে
খোকা ডাকে আয় পাখি
দেখলে তোরে হয় সুখী।

৩২

ধুলায় ধূসর নন্দকিশোর
ধূলা মেখেছে গায়।
ধূলা ঝেড়ে কোলে করো
সোনার জাদুরায়।

৩৩

আয় রে পাখি টিয়ে
খোকা আমাদের পান খেয়েছে
নজর বাঁধা দিয়ে।

৩৪

কে রে কে রে কে রে
তপ্তদুধে চিনির পানা
মণ্ডা ফেলে দেরে।

৩৫

আয় রে পাখি লট্‌কনা
ভেজে দিব তোরে বরবটনা।
খাবি আর কল্‌কলাবি
খোকাকে নিয়ে ঘুম পাড়াবি।

৩৬

এতটাকা নিলে বাবা ছাদ্‌নাতলায় বসে
এখন কেন কাঁদ বাবা গামছা মুখে দিয়ে।
আমরা যাব পরের ঘরে পর-অধীন হয়ে
পরের বেটি মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে
দুই চক্ষের জল পড়বে বসুধারা দিয়ে।

৩৭

আমার খোকা যাবে গাই চরাতে
গাইয়ের নাম হাসি।
আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব
মোহন-চূড়া বাঁশী।

৩৮

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন বেঁধেছে
বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে।
দু পাটে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে।
ও পারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেবেচে

ঝুনু ঝুনু চুলগাছটি ঝাড়তে লেগেছে।
কে রেখেছে কে রেখেছে, দাদা রেখেছে।
আজ দাদার ঢেলা ফেলা, কাল দাদার বে
দাদা যাবে কোনখান দে, বকুলতলা দে।
বকুল ফুল কুড়তে কুড়তে পেয়ে গেলুম মালা
রামধনুকে বাদ্দি বাজে সীতানাথের খেলা।
সীতানাথ বলে ভাই চালকড়াই খাব।
চালকড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ
হেথা হোথা জল পাব চিৎপুরের মাঠ।
চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্ চিক্ করে
সোনামুখে রোদ নেগে রক্ত ফেটে পড়ে।

৩৯

পুঁটু আমার কেঁদেছে
কত মুক্তা পড়েছে।
যখন পুঁটু আমার হয় নাই
ভিখারীতে ভিখ্ নেয় নাই।
ভাগ্যে পুঁটু হয়েছে
ভিখারীতে ভিখ্ নিয়েছে।

৪০

নার্‌গিস্‌কে বিয়া দিব উজানতলীর দেশে
তারা গাই বলদ চষে
    তারা পায়ে টাকা ঘষে।
এত টাকা নিমু না
    নার্‌গিস্‌কে বিয়া দিমু না।

৪১

আক বাড়ীর পাশে
ভুঁড়শিয়ালী নাচে।
বাড়ির বেগুন ডোরার মাছ
তা খেয়ে খেয়ে ভোঁদড় নাচ॥

৪২

পুঁটুরাণীর বিয়ে দেব হপ্তমালার দেশে।
তারা গাই বলদ চষে
    তারা সোনায় দাঁত ঘষে।
রূই মাছ পটল কত ভারে ভারে আসে।

৪৩

দিদি লো দিদি, একটা কথা।
কি কথা? বেঙের মাথা।
কেমন বেঙ্? সুরু বেঙ্।
কেমন সরু? বামন গোরু।
কেমন বামন? ভাট বামন।
কেমন ভাট? ঘোড়ার চাট।
কেমন ঘোড়া? আচ্ছা ঘোড়া।
কেমন আচ্ছা? বাঁদর বাচ্চা।
কেমন বাঁদর? মুড়ার বাঁদর।
কেমন মুড়া? পাতা মুড়া।
কেমন পাতা? মিছা কথা।

৪৪

দুল্‌তে দুল্‌তে এল বান
আমি কুড়িয়ে পেলাম সোনার চাঁন।
এ চাঁনটি কাদের
    কপাল ভাল যাদের।

৪৫

মাসি পিসি বনকাবাসী, বনের মধ্যে টিয়ে
মাসি গিয়েছে বৃন্দাবন, দেখে আসি গিয়ে।
কিসের মাসি, কিসের পিসি, কিসের বৃন্দাবন
আজ হতে জানলাম আমি মা বড়ো ধন।
    মাকে দিলাম সরু শাঁকা
    বাপকে দিলাম নীলে ঘোড়া
    ভাইকে দিলাম বিয়ে
আল্‌পনা দিতে চাল নাই, তার নাচন থিয়ে থিয়ে।

৪৬

ঠাকুরজামাই চাকরি কামাই, মাসে দুবার আসে
না জানি সে ঠাকুরঝিকে কত ভালোবাসে।

৪৭

দোল দোল দোলানি
হাতে দেব খেলানি
খেলতে খেলতে এল বান
ভেসে গেল জলার ধান।
যাক্‌ ধান, থাক নাড়া
তা বেচে দেব তাড়বালা।

৪৮

মনি যাইব দূর দেশে, খাইব দাইব কি
গামছা বান্ধা চিকণ চূড়া, ভাণ্ড ভরা ঘি।

৪৯

আম পাতা জোড়া জোড়া
মারবো চাবুক চড়বো ঘোড়া।
ওরে বিবি সরে দাঁড়া
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।
পাগলা ঘোড়া খেপেছে
বন্দুক ছুড়ে মেরেছে।
অল রাইট ভেরী গুড
মেম্ খায় চা বিস্কুট।

৫০

আইকম্ বাইকম্ তাড়াতাড়ি
যদু মাষ্টার শ্বশুরবাড়ি।
রেলকম্ ঝমাঝম্
পা পিছলে আলুর দম্।

৫১

খোকন খোকন ডাক ছাড়ি
খোকন গেল কার বাড়ি
আয় রে খোকন ঘরে আয়
দুধ মাখা ভাত কাকে খায়।

৫২

আঁটুল বাঁটুল শ্যামলা সাঁটুল, শ্যামলা গেল হাটে
শ্যামলাদের মেয়ে দুটি পথে বসে কাঁদে।
আর কেঁদোনা, আর কেঁদোনা, ছোলা ভাজা দেবো
আবার যদি কাঁদো তবে ঝোলায় ভরে নেবো।

৫৩

ভোর হলো দোর খোলো খুকুমণি ওঠো রে
ঐ ডাকে যুঁই শাখে, ফুল-খুকি ছোটো রে।
রবি মামা দেয় হামা গায়ে রাঙা জামা ঐ
দারোয়ান গায় গান শোন ঐ - রামা হই।

৫৪

আয়রে পাখি লেজ ঝোলা
খোকন নিয়ে কর খেলা।
খাবি দাবি কলকলাবি
খোকাকে মোর ঘুম পাড়াবি।

৫৫

পুটু যদি রে কাঁদে
আমি ঝাঁপ দেব রে বাঁদে।
পুটু যদি রে হাসে
উঠব হেসে হেসে।
পুটু নাকি কেঁদেছে?
আমার ভিজে কাঠে রেঁধেছে?
এবার যাব হাট
কিনে আনব রাঙ্গা খাট।

৫৬

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো।
অন্নপূর্ণ দুধের সর
কাল যাব মা পরের ঘর।
পরের বেটা মেলে চড়।
কানতে কানতে বাপের ঘর।
মা দিলে সরু শাঁখা বাপ দিলে শাড়ি
শীগ্রি মা বিদেয় কর দাদা আস্‌চে বাড়ি।

৫৭

লেখাপড়া যেমন তেমন
জামা জোড়া কেমন।
শিমুলে ফুটেচে ফুল
লাল পারা কেমন।

৫৮

পুটু আমার মেঘের বরণ।
পুটু আমার চাঁদের কিরণ।
চাঁদ বলে ধায় চকোরিণী।
মেঘ বলে ধায় চাতকিনী।
পাড়ার লোক পুটুর রূপ
কে দেখবি আয়
নব ঘন মিশেছে তায়।

৫৯

ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি ঘুমের বাড়ি যেয়ো
শান্তিসুখের ঘুমটি আমার ধন-মণিকে দিয়ো।
কোথায় পাব এমন নিদ্রা আমি কাঙ্গালিনী
দয়া করে দিবেন নিদ্রা প্রাণ দিয়েছেন যিনি।
মাতার মাতা পরম মাতা তিনি সবাকার
বাল্য যত বৃদ্ধ যত সবাই ছেলে তাঁর।
সবারে ঘুম পাড়ান তিনি হাত বুলিয়ে গায়
মনের ক্লেশ গায়ের ব্যথা সকল দূরে যায়।
বনে বনে সঙ্কটেতে রক্ষা করেন দশ
দুখিনী মায়ের মনে এই অভিলাষ।

৬০

খুকুমণি দুধের ফেনি ডাবরের ঘি
খুকুমণির বিয়ে দিয়ে পাগল হয়েছি।

৬১

ঘুম যায় ঘুম যায় গাছের বাক্‌লা
ষষ্ঠীতলায় ঘুম যায় হাতি আর ঘোড়া।
শুঁড়ির ঘরে ঘুম যায় মস্ত কুকুর
আমার ঘরে ঘুম যায় খোকা-ঠাকুর।

৬২

খোকা আমার নক্‌খি
    গলায় দেব তক্‌থি
কোমরে দেব হেলে
    খোকা চলেছে যেমন —
    সদাগরের ছেলে।

৬৩

কি জন্য কাঁদছ খোকা
    কি নাই আমার ঘরে
সোনার তক্তি গড়ে দেব
    মুক্তো থরে থরে।

৬৪

হাটের ঘুম ঘাটের ঘুম
    ঘুম গড়াগড়ি যায়
চার কড়া দিয়ে কিনলাম ঘুম
    খোকার চোখে আয়।

৬৫

ভোর হল দোর খোল
খুকুমনি ওঠরে
ঐ ডাকে জুঁই-শাখে
ফুলকলী ছোটরে।
রবিমামা দেয় হামা
গায়ে রাঙ্গা জামা ঐ
দারোয়ান গায় গান
শোন ঐ রামা-হই।
ছেড়ে নীড় করে ভীড়
ওড়ে পাখি আকাশে
এন্তার গান তার
ভাসে ভোর বাতাসে।
চুলবুল বুলবুল
শীষ দেয় গরবে
এই বার এই বার
খুকু চোখ খুলবে।

৬৬

সকালে উঠিয়া আমি
মনে মনে বলি
সারা দিন আমি যেন
ভাল হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা
মোর গুরুজনে
আমি যেন সেই কাজ
করি ভাল মনে।

৬৭

ঐ দেখা যায় তাল গাছ
ঐ আমদের গাঁ
ঐ খানেতে বাস করে
কানা বগীর ছা।
ও বগী তুই খাস কি?
পান্তা ভাত চাস কি?
পান্তা আমি খাই না
পুঁটি মাছ পাই না
একটা যদি পাই
অমনি ধরে গাপুস গুপুস খাই।

৬৮

মৌমাছি মৌমাছি
কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবার ভাই।
ঐ ফুল ফোটে বনে
যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময় তো নাই।

৬৯

কাঠ-বিড়ালী কাঠ-বিড়ালী
পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও?
দুধ ভাত খাও?
বাতাবি লেবু খাও?
বিরাল বাচ্চা কুকুর ছানা?
তাও?
ছোঁচা তুমি।
তোমার সঙ্গে আঁড়ি আমার
যাও।

৭০

খোকন সোনা খোকন সোনা
পাঠশালাতে যাও
পড়া লেখায় দিবে মন
খেলাধুলাতে তাও।

৭২

আঁটুল বাঁটুল শ্যামলা শাঁটুল, শ্যামলা গেল হাটে
শামলাদের মেয়েগুলি পথে বসে কাঁদে।
আর কেঁদো না আর কেঁদো না চালভাজা দেব
আরো যদি কাঁদো তবে তুলে আছেড় দেব।

৭৩

সবার সুখে হাসব আমি, কাঁদব সবার দুখে
নিজের খাবার বিলিয়ে দেব অনাহারীর মুখে।

৭৪

আয় আয় চাঁদ-মামা টিপ দিয়ে যা
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।
ধান ভানলে কুড়োঁ দেব
মাছ কুটলে মুড়ো দেব
কালো গাইয়ের দুধ দেব
দুধ খাবার বাটি দেব
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।

৭৫

ঘুঘু-পাখি ঘুঘু-পাখি কি করুন সুরে
সারাদিন বনে বনে ডাক ঘুরে ঘুরে।
মাঠে মাঠে ঘাটে বাটে উড়ে উড়ে যাও
কান্নার সুর তুলে কি তুমি সুধাও?

৭৬

বাবুই পাখিরে ডাকি বলিছে চড়াই
কুঁড়ে-ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই।
বাবুই হাঁসিয়া কহে সন্দেহ কি তায়
কষ্ট পাই তবু থাকি নিজের বাসায়।
পাকা হোক তবু ভাই পরের বাসা
নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা।

৭৭

ঠিক যেন রামদিন দাড়োয়ান হাঁকে রে
কউন হ্যায় কউন হ্যায় কোন পাখি ডাকে রে?
পাখিদের দাড়োয়ান কাকাতুয়া নাম তার
দেখ চেয়ে পরিপাটি পোষাকের কি বাহার।

৭৮

ফড়িং-বাবুর বিয়ে
টিকটিকিতে ঢোলক বাজায়
ধুনচি মাথায় দিয়ে।
বেহারা হল তেলা পোকা
পালকি কাঁধে নিয়ে
দেখতে এল সেজে-গুজে
পিঁপড়ে মায়ে-ঝিয়ে।
আরে ফড়িং-বাবুর বিয়ে।
ফড়িং-বাবুর বিয়ে
ঘাসের পাতা লুচি হল
ভাজা শিশির ঘিয়ে
দই সন্দেশ তৈরী হল
মাটিতে জল দিয়ে।
ব্যাঙের ছাতার নিচে সবে
খেতে বসল গিয়ে।
আরে ফড়িং-বাবুর বিয়ে।
ফড়িং-বাবুর বিয়ে
টুনি নাচে টুপি এঁটে
নেংটি ইঁদুর দামা পেটে
হেলিয়ে দুলিয়ে
আরে ফড়িং-বাবুর বিয়ে।

৭৯

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢাঁই মিরগেল ঘাঘর বাজে॥
বাজ্‌তে বাজ্‌তে প'ল ঠুলি
ঠুলি গেল কমলাফুলি।
আয়রে কমলা হাটে যাই
পান গুয়োটা কিনে খাই।
কচি কুম্‌ড়োর ঝোল
ওরে জামাই গা তোল্‌।
জ্যোৎস্নাতে ফটিক ফোটে, কদমতলায় কেরে
আমি তো বটে নন্দ ঘোষ মাথায় কাপড় দেরে॥

৮০

আঁদুলে কুঁদুলে মাসি কুলতলাতে বাসা
পরের ছেলে কাঁদাতে মনে বড় আশা।
হাতে না মেলাম ভাতে না মেলাম কল্লেম গঙ্গাপার
রেতে না কেঁদো ছেলে দিনে একটি বার॥

৮১

আয় চাঁদ আয় না
গড়িয়ে দেব গয়না।
দুই হাতে বালা দেব
দুই কানে দুল দেব
গলে দেব হার
তোরে কত দেব আর!
ঘুঙুর দেব পায়
তুই খুকুর কাছে আয়।

৮২

কাঠ-বিড়ালী কাঠ-বিড়ালী
কাপড় কেচে দে
তোর বিয়েতে নাচ্‌তে যাবো
ঝুম্‌কো কিনে দে।

৮৩

আয় রে পাখি আয়
কালো জামা গায়
আসতে যেতে ঘুঙুর বাজে
সোনার নূপুর পায়ে।

৮৪

আমার খোকা আমার কোলে
গাছের পাখি গাছের ডালে।
খোকা ডাকে আয়রে পাখি
তোকে দেখে হব সুখী।

৮৫

দুষ্টুমতী লঙ্কাবতী, হরে নিল সীতা সতী
রামচন্দ্র গুণধর, ত্বরা গিয়ে সিন্ধু পার
ঘোরতর যুদ্ধ করে, বধিলেন লঙ্কেশ্বরে
সীতাসহ পুনরায়, ফিরিলেন অযোধ্যায়।

৮৬

পূণাত্মা যুধিষ্ঠির, ধর্মে কর্মে মতিস্থির
দুর্যধন চক্র করে, পাশা খেলি রাজ্য হরে।
পাঁচখানি গ্রাম চায়, সূচ্যাগ্র দেবে না তায়
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়, যথা ধর্ম তথা জয়।

৮৭

কুকুর বাজায় টুমটুমি
বানর বাজায় ঢোল
টুনটুনিয়ে টুনটুনালো
ইঁদুর বাজায় খোল।
সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচুনি
চেয়ে দেখ না খোকনমণি।

৮৮

হৈ রে বাবুই হৈ, রাঙা ধানের খই
খোকামণির বিয়ে দেবো, পয়সা-কড়ি কই?
ফলার হবে সরা সরা খই আর দই
সারা রাত খুঁজে মলাম্, গুড়-হাঁড়িটা কই?

৮৯

আয়ান ঘোষের মা
কি ধন নিয়েছে চোরে
আগুন জ্বেলে চা।
ধন না নিছে জন না নিছে

না নিছে টাকা-কড়ি
যে ঘরেতে সুন্দর রাধা
সে ঘর হইল চুরি।
চোর চোর বলিয়া বুড়ী
দুয়ার উইঠ্যা বান্ধে
ভাবে বুঝি নন্দের ব্যাটা
পড়ে গাছে ফান্দে।
আয়ান ঘোষ বাড়িতে নাই
বাথানে গেছে সে
রাত্তির দুপারের কালে
এসেছিল কে?
এসেছিল নন্দের ব্যাটা
তাকি তোমরা জান
পানের বাটা চুনের খিলি
শয্যার উপর কেন?
পান খেল না চুন খেল না
দশন কেন রাঙ্গা
দুহাতে অঙ্গুরী ছিল
তাহা কেন ভাঙ্গা?
ভাঙ্গা বাটি ভাঙ্গা শয্যা
প্রেম বড় রঙ্গে
ঘুমের থিক্যা উইঠ্যা রাধার
আঁচল গেছে অঙ্গে।

৯০

চাপিলা চাপিলা ঘন ঘন কাশি
নলের হুকায় রামের বাঁশী।
এক নল পঞ্চদল
কে রে যাবি কামার দল?
কামারদলের ধুকধুকানি

খড়ের গাদায় হাঁটু পানি।
আপ্পন ঝাপ্পন কান্দিও ভোর
হা-বু-ডু-বু জামাই চোর।

৯১

তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা কোলা ব্যাঙের ছা
খায় দায় গান গায় তাই রে নাই রে না।
সুবুদ্ধি তাঁতির ছেলের কুবুদ্ধি ঘনাল
আঁকড়া বাড়ি দিয়ে তাঁতি ব্যাঙের ছা মারিল।
একটা ছিল কোলা-ব্যাঙ বড়ই সিয়ানা
লিখন পাঠায়ে দিল পরগণা পরগণা।
আজিডাঙ্গা কাজিডাঙ্গা মধ্যে ধনেখালি
সেখান থেকে এল ব্যাঙ - চোদ্দ হাজার ঢালী।
হুগলীর শহরে ভাই ব্যাঙের অভাব নাই
সেখান থেকে এল ব্যাঙ - সনাতন সিপাই।
সূতা, নাতা নিয়ে তাঁতি যায় মণির হাটে
একটা ছিল কোলা-ব্যাঙ আগুলিল পথে।
সূতা, নাতা নিয়ে তাঁতি উঠলো গিয়ে ডালে
একটা ছিল কোলা-ব্যাঙ থাপ্পড় দিল গালে।
সূতা, নাতা নিয়ে তাঁতি নাব্‌লো গিয়ে ভূঁয়ে
একটা ছিল কোলা-ব্যাঙ মার্‌লো লাথি মুয়ে।
ব্যাঙের লাথি খেয়ে তাঁতি যায় গড়াগড়ি
চোদ্দ হাজার ব্যাঙ দেখ পিঠের উপর চড়ি।
পায়ের চাপে বোকা তাঁতি করে হাঁই-ফাঁই
না মারো, না মারো তাঁতিরে গোঁসাই।

৯২

খুড়োর ছিল উড়োজাহাজ, কল ছিল তার ভাঙা
সেই জাহাজে চলল খুড়ো শূন্যে পারুলডাঙা।

গোত্তা খেয়ে মাঝ আকাশে
পড়ল খুড়ো নদীর পাশে
লজ্জা এবং অপমানে মুখটি হল রাঙা
নদীর জলে সাঁতরে খুড়োর মনটি হল চাঙা।

৯৩

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কদম তলায় কে
হাতি নাচছে ঘোড়া নাচছে
খুকুমণির বে।

৯৪

পানকৌড়ি, পানকৌড়ি, ডাঙায় ওঠো গো
তোমার শ্বাশুড়ী বলে গেছে, বেগুন কুটো গো।
ও বেগুনটা কুটো না, বীজ রেখেছে
ও দুয়ারে যেও না, বধূ এসেছে।
আজ বধূর গায়ে হলুদ, কাল বধূর বিয়ে
বধূকে নিয়ে গেল বকুলতলা দিয়ে।
বকুল ফুল কুড়ুতে গিয়ে পেয়ে গেলুম মালা
রাম শালিকের বাদ্যি বাজে, তুলারামের খেলা।

৯৫

আজ খোকনের অধিবাস, কাল খোকনের বিয়ে
খোকনকে নিয়ে যাব দিঙ্‌নগর দিয়ে।
দিঙ্‌নগরের মেয়েগুলি নাইতে নেমেছে
চিকন চিকন চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে
গলায় তাদের তক্তিমালা, রক্ত ছুটেছে

পরনেতে ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে
দুইদিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে
একটি নিলেন গুরুঠাকুর, একটি নিলেন টিয়ে
টিয়ের মার বিয়ে হল লাল গামছা দিয়ে।
অশথ পাতা ধনে গৌরী বেটি কেনে
ন্যাকা বেটা বর
ঢ্যাম-কুড়্-কুড়্ বাদ্যি বাজে, চড়ক ডাঙায় ঘর।

৯৬

মশার জ্বালায় বাঁচিনে
মশা ভনভন করে
মশার জ্বালায় গেলাম বনে
বাঘে দাঁত ঝাড়ে।
বাঘের ভয়ে গেলাম জলে
কুমীর এল ছুটে
কুমীরের ভয়ে গেলাম বাড়ি
দাসীর মুখ ফুটে।
দাসীর ভয়ে গেলাম ঘরে
ননদে মন্দ বলে
ননদের ভয়ে রাঁধতে গেলাম
শ্বাশুড়ী ওঠে জ্বলে।
রাগ কোরো না শ্বাশুড়ী গো
আমি তোমার মেয়ে
তুমি যদি তাড়াও বল
দাঁড়াই কোথায় যেয়ে?

৯৭

ভাগলপুরের ছাগল হঠাৎ
পাগল হয়ে যায়
শিং বাগিয়ে লাগায় তাড়া

সামনে যারে পায়।
কাঁকুরগাছির ঠাকুরদাদা
আনছে কিনে ডিমের গাদা
গুঁতিয়ে দিল তায়।
ঠাকুরদাদা গড়িয়ে পড়ে
ডিমগুলো সব ছড়িয়ে পড়ে
ডিমের রসে ঠাকুর দাদায়
চেনাই হল দায়।

লেখক: সুনির্মল বসু।

৯৮

ছোট্ট ছিল মাটির পুতুল
রাঙা সে টুকটুক
আদর করে সোহাগ করে
ভরতো যে মোর বুক।
কইত কথা তাইরে নারে
গান বাজিত সুরে
করতে আলাপ ছড়ার নূপুর
বাজত ঘুরে ঘুরে।
ঘুম পাড়াতে ঘুমের দেশে
ঘুমিয়ে যেত ঘুম
আসত স্বপন অলস পায়ে
রাত হলে নিঝুম।
কইত না সে কথা কভু
হাসত না সে হেসে
নড়ত না সে চড়ত না সে
ডাকলে কাছে এসে।
আজ সে পুতুল নড়র চড়র
হাসর খোসর রীতি
বাজন শুনে নাচন পাচন
করছে কুজন গীতি।

ভাবছি পুতুল কখন জানি
পালিয়ে যাবে উড়ে
হয়তো কোনো নীল আকাশের
তেপান্তরের পুরে।
তাই তো আজি ছড়ার বাঁধন
পরিয়ে যাই তারে
যেথায় না যাক করবে মনে
পথিক দাদাটারে।

লেখক: জসীম উদ্‌দীন

৯৯

খোকা আমাদের সোনা
চার পুকুরের কোণা
সেকরা ডেকে, মোহর কেটে
গড়িয়ে নেব দানা
তোমরা কেউ কোরো না মানা।

১০০

দাদাভাই, চালভাজা খাই
নয়না মাছের মুড়ো
হাজার টাকার বউ এনেছি
খাঁদা নাকের চূড়ো।
খাঁদা হোক্ বোঁচা হোক্
সব সইতে পারি
ঝাম্‌টা কাটা মুখ নাড়াটা
ঐ জ্বালাতেই মরি।

১০১

ইচিং বিচিং জামাই চিচিং
মাকড়েরা নড়ে চড়ে
সাত কুমড়া ডিম পাড়ে।
এলের পাত বেলের পাত
কল্‌সে মাছের চোকা
উড়ে বসে পোকা।

১০২

রামদিন পালোয়ান
গায়ে দিয়ে আলোয়ান
বের হয় বাড়ি থেকে
আঁধারেতে প্যাঁচা দেখে
চেঁচিয়ে সে বলে ডেকে
“আলো আন, আলো আন ”।

১০৩

হাঁকিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি কাল
আসছিল এক খ্যাঁকশিয়াল
সামনে এলে দেখতে পাই
ক্ষ্যান্ত মাসির নাতজামাই।

১০৪

ওখানে কে রে?
আমি খোকা।

মাথায় কি রে?

আমের ঝাঁকা।

খাসনে কেন?

দাঁতে পোকা।

বিলুস নে কেন?

ওরে বাবা।

১০৫

সরল পথে তরল গাছ, তার উপরে বাসা
জুজুমানা বসে আছে সঙ্গে ছ'পন মশা।
আসিস্ না রে জুজুমানা গোপাল ঘুমিয়েছে
হুম্ হুম্ হুম্, গুম্ গুম্ গুম্, ডালে বসেছে।
হাতে ছোরা-ছুরি আছে গোপালের আমার
আসিস্ যদি কেটে যাবি, দোষ দিবি কাহার?

১০৬

উলু উলু মাদারের ফুল
বর আসছে কত দুর?
বর আসছে বামুন পাড়া
বড়ো বউ গো, রান্না চড়া।
ছোট বউ গো, জলকে যাও।
জলের ভেতর ন্যাকাজোকা
ফুল ফুটেছে চাকা চাকা
ফুলের বরণ কড়ি
নটে শাকের বড়ি।

১০৭

খুকু করে রান্না
তাই খেয়ে কাকাবাবু
জুড়ে দিল কান্না
মামা এসে মুখে দিয়ে
আর খেতে চান না।

১০৮

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, সূয্যি গেল পাটে
খুকু গেছে জল আনতে পদ্মদীঘির ঘাটে।
পদ্মদীঘির কালো জলে হরেক রকম ফুল
হাঁটুর নীচে দুল্‌ছে খুকুর গোছা ভরা চুল।
বিষ্টি এলে ভিজ্‌বে সোনা, চুল শুকানো ভার
জল আন্‌তে খুকুমণি যায় না যেন আর।

১০৯

চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে
রাত কেটেছে কত
তাইতো সোনা চাঁদের কণা
পেয়েছি মনের মত।
ধনকে নিয়ে বনকে যাবো
আর করব কি?
চুপটি করে বসে ধনের
মুখটি নিরিখি।

১১০

থেনা নাচেন থেনা
বট পাকুড়ের ফেনা।
বলদে খেলো চিনা
ছাগলে খেলো ধান
সোনার যাদুর জন্যে যেয়ে
নাচনা কিনে আন।

১১১

পাঁকাল মাছের কাঁকাল সরু
মেয়েটি যেন কল্পতরু।
মেয়ে হব, ঘর নিকব
পরবো পাটের শাড়ি
খড়-খড়েতে চড়ে যাব
জমিদারের বাড়ি।

১১২

খোকা যাবে শ্বশুর বাড়ি সঙ্গে যাবে কে?
ঘরে আছে হুলো বেড়াল কোমর বাঁধেছে।
আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে
শান-বাঁধানো ঘাট দেব পথে জল খেতে।
ঝাড় লন্ঠন জ্বেলে দেব আলোয় আলোয় যেতে
উড়কি ধানের মুড়কি দেব শ্বাশুড়ী ভুলাতে।

১১৩

বৈশাখ মাসে পুষেছিনু একটি শালিক ছানা
জৈষ্ঠ মাসে উঠল তাহার ছোট্ট একটি ডানা।
আষাঢ় মাসে বাড়ল তাহার গায়ের পালকগুলি
শ্রাবন মাসে ফুটলো মুখে দুই চারটি বুলি।
ভাদ্র মাসে ঘুঙুর কিনে দিলেম তাহার পায়ে
আশ্বিনেতে নাইয়ে দিলাম হলুদ দিয়ে গায়ে।
কার্তিক মাসে শিখল পাখি দাঁড়ের উপর দোলা
অঘ্রান মাসে একেবারে হল সে হরবোলা॥
পৌষ মাসে থাকত খোলা খাঁচার দুটি দ্বার
মাঘ মাসে খেলতে যেতো ইচ্ছে যত তার॥
ফাগুন মাসে দুষ্টুবুদ্ধি জাগল তাহার মনে
চৈত্র মাসে ফুরুৎ করে পালিয়ে গেলো বনে।

১১৪

ভোরবেলা রাঙ্গা আলো ঝলমল
উড়ে আসে প্রজাপতি, অলিদল।
খুকুদের বাগানের চারিধার
মনোলোভা কত শোভা অনিবার।
কত পাখি গায় গান সারাখন
সেই গানে মেতে ওঠে প্রাণমন।
থোকা থোকা রাঙ্গা ফুল গাছে ঐ
তার নিচে বসে খুকু পড়ে বই।

১১৫

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা যাবেন শ্বশুর বাড়ি কাজিতলা দিয়ে।
কাজি-ফুল কুড়োতে কুড়োতে পেয়ে গেলুম মালা
হাত-ঝুম্‌ঝুম্‌ পা-ঝুম্‌ঝুম্‌ সীতারামের খেলা।
নাচো তো সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে
আলো চাল খেতে দেবো কোঁচড় ভরিয়ে।
আলো চাল খেতে খেতে গলা হল কাঠ
হেথায় তো জল নাই তিরপূর্ণির ঘাট।
তিরপূর্ণির ঘাটে রে ভাই বালি ঝক্‌ঝক্‌ করে
চাঁদ মুখেতে রোদ লেগেছে ডালিম ফেটে পড়ে।

১১৬

তাক্‌ ডুমা ডুম্‌ ডুম্‌
বেগুন ক্ষেতে ফুট্‌ল কাঁটা
তাক্‌ ডুমা ডুম্‌ ডুম্‌।
কাঁটা তুলতে কাট্‌ল নাক
তাক্‌ ডুমা ডুম্‌ ডুম্‌।
নাকের বদলে নরুন পেলাম
তাক্‌ ডুমা ডুম্‌ ডুম্‌।
নরুন দিয়ে হাঁড়ি পেলাম
তাক্‌ ডুমা ডুম্‌ ডুম্‌।
হাঁড়ির বদলে কনে পেলাম
তাক্‌ ডুমা ডুম্‌ ডুম্‌।
কনে দিয়ে ঢোল পেয়েছি
তাক্‌ ডুমা ডুম্‌ ডুম্‌।
ডাগুম্‌ ডাগুম্‌ ডুম্‌ ডুমা ডুম্‌
ডুম্‌ ডুমা ডুম্‌ ডুম্‌

১১৭

আমার কথাটি ফুরালো
নটে গাছটি মুড়াল।
কেন রে নটে মুড়ালি?
গরুতে কেন খায়?
কেন রে গরু খাস?
রাখাল কেন চড়ায় না?
কেন রে রাখাল চড়াস না?
বৌ কেন ভাত দেয় না?
কেন লো বউ ভাত দিস না?
কলাগাছ কেন পাত ফেলে না?
কেন রে কলাগাছ পাত ফেলিস্ না?
ব্যাঙ কেন ডাকে না?
কেন রে ব্যাঙ ডাকিস না?
সাপে কেন খায়?
কেন রে সাপ খাস?
খাবার ধন খাব নি?
গুড়্গুড়ুতে যাব নি?